কবে আসবে সেই শুভ দিন

মাসুদা সুলতানা রুমী

কবে আসবে সেই শুভ দিন

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
৩৯ বি/১ (আধুনিক অংগন)
রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

www.amarboi.org

কবে আসবে সেই শুভ দিন

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
৩৯ বি/১ (আধুনিক অংগন)
রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশকাল
অক্টোবর - ২০১১
কার্তিক - ১৪১৮
জিলক্বদ - ১৪৩২

দ্বিতীয় প্রকাশ
মার্চ – ২০১২
বৈশাখ – ১৪১৯
জমাদিউস সানি – ১৪৩৩

গ্রন্থস্বত্ত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : এম. এ আকাশ

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

- **তাসনিয়া বই বিতান** ♦ **প্রফেসর বুক কর্ণার** ♦ **প্রীতি প্রকাশন** **প্রফেসর পাবলিকেশন** ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
- **ঢাকা বুক কর্ণার** ♦ **মহানগর প্রকাশনী** ♦ **তামান্না পাবলিকেশন** ৪৮ পুরানা পল্টন, ঢাকা
- **আহসান পাবলিকেশন**, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
- **আহসান পাবলিকেশন**, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
- **আহসান পাবলিকেশন**, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
- **আজাদ বুকস ও তাজ লাইব্রেরী**, আন্দরকেল্লা, চট্টগ্রাম।
- **ঝিম ঝিম প্রকাশনী**, ৪২ বাংলা বাজার, ঢাকা

www.amarboi.org

লেখিকার কথা

বসে আছি পথ চেয়ে
কবে আসবে সেই শুভ দিন
আল্লাহর বিধান বিজয়ী হবে
সবাই হবো তাঁরই রঙে রঙিন।
হেরার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হবে
ভেতর বাহির সব-
অত্যাচারী জুলুমবাজেরা
মানবে পরাভব।
শৃংখলিত হবে বরাহ সারমেয়
কুট কৌশলি যতো
রবের রহম বৃষ্টির মতো
ঝরবে অবিরত।
আল-কুরআন হবে সংবিধান
কতো দূরে সেই দিন?
সে দিনের আশায় জেগে রব
করবো নিজেকে বিলীন।

মাসুদা সুলতানা রুমী

www.amarboi.org

ফতোয়া কি?

যোহর নামাজ শেষ করে ওঠতেই ফোন বেজে উঠল।

: "আস্‌সালামু আলাইকুম। আপা কেমন আছেন?"

ড: মাসুমা সুলতানা মিষ্টির মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

: "ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ্। আল হামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু, তুমি কেমন আছ?"

: "আলহামদুলিল্লাহ। আমিও ভালো আছি। আপা দুই দিনের জন্য খুলনা এসেছি। আমি কি কসর পড়ব না পুরা নামাজ পড়ব?

: বললাম, "যশোর থেকে খুলনা ৬৪ কিলোমিটার। তুমি কসর পড়তে পারো।"

: "আচ্ছা ঠিক আছে আপা রাখি। পরে আপনার সাথে কথা বলব।"

একটু পরে আবার কল আসল। এবার ফোন করেছেন আমার আম্মা।

: "মা রুমী।"

: "জি আম্মা। আস্‌সালামু আলাইকুম।"

: "ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম। ও-মা শোন, ক্যান্টনমেন্টে বুলুর বাসায় আসছি বেড়াতে। প্রায় তিন চার দিন হলো। এখানে আজ একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পি মমতাজ আসবে। ওরা সবাই আমাকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছে। কি বলিস যাব?"

বললাম, "আম্মা, আপনার ইচ্ছা হলে যাবেন। আমি তার কি বলব?"

: "না মা তুই বল কি করব? ওরা সবাই খুব ধরেছে। মহিলাদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা আছে। আমি বলেছি থাম, আমি আমার মেয়ের কাছে আগে শুনি।"

বললাম "আম্মা আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব? আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করতেন, এই অবস্থায় আমি কি করতাম? তাহলে বলব আমি যেতাম না।"

আম্মা সাথে সাথে বললেন, "তাহলে আমিও যাব না।"

www.amarboi.org

বললাম, "আম্মা সন্ধ্যা থেকে প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে। এই সময়টুকু যদি আপনি ঘুমিয়ে থাকেন তাতেও লাভ। কারণ মুমিনের ঘুমও ইবাদাত। বুলুরে একটু দেন তো আমার কাছে।"

কিছুক্ষণ বুলু বুলু করে ডেকে আম্মা হাসতে হাসতে বললেন,

"না ও এখন আর ফোন ধরবে না।"

: "আচ্ছা ঠিক আছে।" বলে ফোন রেখে দিলাম।

কিছুক্ষণ পরই মানিকগঞ্জ থেকে এক বোন ফোন করে বলছে, "আপা আমার শাশুড়িকে সেবা যত্ন করার জন্য আমি ছাড়া আর কেউ নেই। দুইদিন থেকে তার অবস্থা খুবই খারাপ। যে কোনো সময় মারা যেতে পারে। আমার হায়েজ দেখা দিয়েছে। এখন আমি এই হায়েজ অবস্থায় এই মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির সেবা যত্ন করতে পারব?"

বললাম, "হ্যাঁ পারবেন। আচ্ছা আপা দশ মিনিট পরে আরও বড় আলেমের কাছে জেনে আমি আপনাকে জানাচ্ছি।" লাইন কেটে দিয়ে ফোন করলাম সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে। তিনি বললেন, "হ্যাঁ ভদ্র মহিলা তার শাশুড়ির সেবা যত্ন করতে পারবে এবং গোসল করানোর মতো কেউ না থাকলে শাশুড়ির মৃত্যুর পর সে গোসলও করাতে পারবে।"

এমনি মানুষের যাপিত জীবনে কতো যে প্রশ্ন, কতো যে সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান তারা চায় ইসলামের আলোকে। প্রশ্নগুলো করে ধর্মীয় অনুভূতি থেকে। পাপ-পুণ্যের ভয়-ভীতি থেকে। এসব প্রশ্নের উত্তর তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষ জজ, ব্যারিস্টার, এ্যাডভোকেট, অধ্যাপক কিংবা কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই সম্ভব নয়। কোনো মন্ত্রী-উপমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দেওয়াও সম্ভব নয়। যদি তাদের কুরআন ও হাদীসের ওপর জ্ঞান থাকে তো ভিন্ন কথা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য কথা এই যে, আমাদের দেশের এইসব শিক্ষিত অভাজনদের কুরআন হাদীসের জ্ঞান তো দূরের কথা- কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য কি তাই অনেকে বোঝেন না। এক স্বনামধন্য নেত্রী তো ভরা জনসভায় একবার উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, "বোখারী শরীফে আছে- "লাকুম দিনুকুম অলিয়াদিন।"

www.amarboi.org

"তোমার ধর্ম তোমার জন্য আমার ধর্ম আমার জন্য।" যারা বোখারী শরীফ আর কুরআন শরীফের মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না তারা ফতোয়ার অর্থ কি বুঝবে? তারা তো ফতোয়ার বিরুদ্ধে বললেই।

ইসলামের আলোকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকেই তো বলে ফতোয়া। উপরে বর্ণিত তিনটি প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছি তাও ফতোয়া। এই ফতোয়ার কথাটা কোনো মানুষের তৈরি করা নয়। এটি কুরআনের পরিভাষা। খোদ আল্লাহর ভাষা। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন, "লোকেরা মেয়েদের ব্যাপারে তোমাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদের ফতোয়া দেন....।" সূরা নিসা- ১২৭

অন্যত্র বলেছেন, "লোকেরা তোমার কাছে কালালা সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও আল্লাহ্ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন.....। সূরা নিসা- ১৭৬। অর্থাৎ এই ফাতোয়া শব্দটা আল্লাহ নিজে ব্যবহার করেছেন।

আমাদের সমাজের স্বল্পসংখ্যক লোকই কুরআন পড়ে। আবার যারা পড়ে তাদের মধ্যে অধিকাংশই অর্থ বুঝে পড়ে না। আমাদের দেশে যতো কুরআনের হাফেজ আছে তাদের অধিকাংশই কুরআন বুঝে না। বোঝার প্রয়োজনও বোধ করেনা। আমি অনেক হাফেজকে দেখেছি যারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এরা সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত মুখস্থ করেছে ঠিকই কিন্তু কুরআনে আল্লাহ পাক কি আদেশ করেছেন আর কি নিষেধ করেছেন তা কমই জানে।

আর যারা জেনেও জনগণকে না জানায় তাদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন, "যাকে জ্ঞান সম্পর্কিত কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করা হয়, আর সে তা গোপন করে আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের তৈরি লাগাম পরিয়ে দেবেন।"

অর্থাৎ যে ফতোয়া দেওয়ার যোগ্যতা রাখে সে তা গোপন করে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের তৈরি লাগাম পরিয়ে দেবেন।"

অর্থাৎ যে ফতোয়া দেওয়ার যোগ্যতা রাখে তাকে ফাতওয়া দিতেই হবে। আমি মুফতি না বড় কোনো আলেমও না তারপরও বিভিন্ন প্রোগ্রামে এবং

www.amarboi.org

ফোনে কতো বোন কতো ধরনের সমস্যার সমাধান যে জানতে চায়। কুরআন হাদীসের আলোকেই তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি। আর যা না জানি তার কথা বলি, "আপা আপনার এলাকার ভালো কোনো মুফতির কাছ থেকে জেনে নেবেন।"

সরকার আইন করে ফতোয়া নিষিদ্ধ করলে কি বলব? তাদের কি বলে দেব- আপা এসব প্রশ্ন আর করবেন না সরকার ফতোয়া নিষিদ্ধ করেছে। এখন যা খুশী তাই করেন।

ফাতওয়ার বিরোধিতার কারণ : ফাতওয়ার বিরোধিতার মূল কারণই হলো ইসলাম তথা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা আর সেই সাথে আল্লাহভীতি না থাকা।

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর হুজুর নামধারী ব্যক্তি আছে যারা হয়ত তাবলীগ জামাতে কয়েকটা চিল্লা দিয়েছে কিংবা কোনো পীরের ওরসে বার কয়েক হাজিরা দিয়ে লম্বা জুব্বা পরে আর লম্বা দাড়ী রেখে মোল্‌বী সাব হয়ে গেছে। এদিকে আমাদের আমজনতা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ যদিও তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি মহব্বত আছে। তারা ইসলামের বিধান অনুযায়ী কাজ কারবার করতে চায়। তখন উপরোক্ত ভণ্ড হুজুরদের কাছে তারা বিভিন্ন সমস্যার ইসলামী সমাধান চায় আর এই নামকাওয়াস্তে হুজুরেরা তখন কুরআন হাদীস বহির্ভূত মনগড়া সমাধান দিয়ে দেয়। কেউবা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে কিংবা সম্পদ আত্মসাত করতেও এদের দ্বারস্থ হয়। আল্লাহর ভয়ভীতি শূন্য এইসব হুজুরেরা তখন এমন সমাধান দেয় যাতে কারো হয় সর্বনাশ কারো হয় কার্যোদ্ধার। কুরআন হাদিস না জানা আমজনতা একেই মনে করে ফতোয়া। আর তথাকথিত মানবতাবাদীরা তখন উঠে পড়ে লাগে ফাতওয়ার বিরুদ্ধে।

এমনি এক ভণ্ড হুজুরের গল্প শুনেছিলাম–

'গ্রামের কফিল মোল্লা তিন মেয়ে আর এক ছেলে রেখে হঠাৎ মারা যান। কফিল মোল্লা গরুর ব্যবসা করতেন। মৃত্যুর সময় তার ঘরে দশটা বলদ গরু ছিল। মেয়েরা বলল, "ভাই, আমাদের একটা একটা করে তিনটা বলদ দাও। আর তুমিই সব নাও।'

www.amarboi.org

কিন্তু কফিল মোল্লার ছেলে আমীন মোল্লা তো বোনদের কিছুই দেবে না। সে গ্রামের ছুক্কু মোল্‌বীকে ধরল। বলল, "হুজুর আমার একটা ব্যবস্থা করে দেন। আমার বোনেরা যাতে গরু নিতে না পারে তার একটা ফতোয়া দিয়ে দেন।"

ছুক্কু মোল্‌বীর হাতে পাঁচশ টাকা গুঁজে দিল আমীন মোল্লা। মোল্‌বী সাব বলল, "কাল বৈকালে তোর বাড়িতে যাব। তোর বোনদের আসতে বলিস। যথা সময়ে আমীন মোল্লার বোনেরা এসে হাজির। বড় বোনের নাম জাইতুন বিবি। জাইতুন বিবি বলল, "হুজুর আপনিই বলেন, আল্লাহর কিতাবে আছে না- বাপের সম্পত্তি ছেলে মেয়ে সবাই পাবে, তা কম বেশী যাই হোক না ক্যান?

মোল্‌বী সাব কয়েকবার দাড়ীতে হাত বুলিয়ে বলল, "বাপের সম্পত্তি মানে জমি ক্ষেতের কথা আছে। তোমাদের বাপের তো আর জমি ক্ষেত নাই। তো বলদের কথা কুরআনে কিতাবে কি আছে দেখি। বলে সুললিত কণ্ঠে সূরা আত্‌ত্বীন তেলাওয়াত করল তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না : বলদের ভাগ তোমরা পাইবা না।"

জাইতুন বিবি বলল, "ক্যান পাব না ক্যান?"

ছুক্কু মোল্‌বী ক্ষেপে উঠল এইবার। বলল, "কুরানে আল্লাহয় কইছে পাইবা না- অত্বিনী ওয়া জাইতুনি। এর অর্থ কি বোঝ? এর অর্থ হইল "ও জাইতুনরা তিন বইন।" ওয়া তুরি ছিনিনা" আল্লাহ তো তোগো চেনেই না।" ওয়া হাজাল বালাদিল আমীন। এই বলদগুলা সব আমীনের।"

কিরে তোরা কি এখন কুরানের বিরুদ্ধে কথা বলতে চাস? আল্লাহ কইছে বলদগুলা সব আমীনের আর তোরা তার ভাগ নিবার চাস?"

আমীন মোল্লা কাঁদতে কাঁদতে বোনের হাত ধরে বলল, "বইন গো গরুর ভাগ আমি কেমনে তোগো দেই। আল্লাহর কেতাবের বিরুদ্ধে তো যাবার পারি না। তোমাগো আমি পাঁচশ কইরা টাকা দেই তোমরা খুশী মনে বাড়ি চইলা যাও।"

আমীন মোল্লা প্রত্যেক বোনকে পাঁচশ করে টাকা দিল। বোনেরা চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। এই ঘটনা গ্রামে জানাজানি হয়ে গেল। মূর্খরা

www.amarboi.org

বলল, "কুরানে যখন আছে মানাই লাগবে। মোল্‌বী সাব ফতোয়া দিছে মানাই লাগবে।"

কিন্তু গ্রামের শিক্ষিত পোলা- সখের সাংবাদিক গর্জে উঠল- ফতোয়া মানি না কুরান মানি না- ধর্ম দুর্বলের ওপর জুলুমের হাতিয়ার। ইসলামই নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। সে তার মতো ইসলামী জ্ঞান বর্জিত আরো কিছু পণ্ডিত তম মূর্খ নিয়ে মিটিং মিছিল আন্দোলন করতে লাগলো ফতোয়ার বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে।

এইভাবে দেখবেন যেখানেই ফতোয়ার নামে কাউকে নির্যাতন করা হয়েছে সেখানেই ফতোয়া দাতারা হচ্ছে এইসব আল্লাহর ভীতি বর্জিত তথাকথিত মোল্‌বী সাবরা আর যারা ফতোয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তারা হচ্ছে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বড় বড় মূর্খ পণ্ডিতেরা। এদের মূর্খ বলছি এই কারণে যে তারা কুরআন হাদীস সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এরাই বাম ঘরানার বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত। যে যত বেশি কথার মাধ্যমে লেখার মাধ্যমে ইসলামের বিরোধিতা করতে পারবে সে তত বড় বুদ্ধিজীবী। ইহুদি খৃষ্টান এবং সকল ইসলাম বিরোধীদের কাছে তার কদর তত বেশী।

ফরিদপুর শহরে আমার এক খালার বাড়ি। খালা আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। ছোট বেলা থেকে বান্ধবীর মতোই ছিলাম। যা হোক দীর্ঘদিন পরে খালার সাথে দেখা হওয়াতে খালা খুবই খুশী আমারও খুব ভালো লাগছে। খালার সাথে কথা বলতে বলতে চোখ আটকে গেল তার 'বুক সেলফের' ওপর। নিজের অজান্তেই বলে উঠলাম

"বা: অনেক বই তো তোমার!"

খালা বইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওসব তোমার খালুর বই। ওসব আমি পড়ি না। তোমার বই আমার পড়তে খুব ভালো লাগে।"

উল্লেখ্য খালুর সেলফে প্রায় সবই বাম ঘরানার বই। আমি উঠে যেয়ে বুক সেলফের সামনে বসলাম। বড় একটা বই বের করলাম। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই। আরজ আলী মাতুব্বরের সাহিত্য সমগ্র- ১ম খণ্ড। একই সাইজের দুইটা বই ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড। আমি প্রথম খণ্ড বের করে পড়তে শুরু করলাম। খালুজান আমাকে এই বই পড়তে দেখে বেশ খুশী হলেন মনে

www.amarboi.org

হচ্ছে। আমাকে বললেন, “এই লেখকের কোনো লেখা আগে কখনো পড়েছো?”

বললাম, “না পড়িনি।”

: “তাহলে পড়ে দেখ স্কুল কলেজে না পড়েও যে সত্যিকারের শিক্ষিত হওয়া যায় তা বোঝা যায় আরজ আলী মাতুব্বরের বই পড়লে।”

বইটি মোটামুটি শেষ করে বললাম, “খালুজান, এই লোক নিরক্ষর ছিল অক্ষরজ্ঞান হয়েছে কিন্তু শিক্ষিত তো হয়নি।”

খালুজান একটু মুচকি হেসে বললেন, “তার মানে?

বললাম, “খালুজান এই লোকের একটা কথাও বুদ্ধিমানের কিংবা শিক্ষিত মানুষের মতো নয়। তার প্রতিটি কথা এবং কাজই অজ্ঞ এবং মূর্খ মানুষের মতো।

আরজ আলী মাতুব্বরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: বরিশাল জেলার চরমোনাই ইউনিনিয়ন বাংলাদেশের মানুষ একনামেই চেনে। এই চরমোনাই ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম ‘লামচরী’ এই গ্রামেরই এক অজ্ঞ, অশিক্ষিত হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে আরজ আলী। ছোটবেলাতেই বাবা মারা যান। বিধবা মা পরের বাড়িতে কাজ করে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়ে ছেলেকে কিছুটা গায় গতরে বড় করে তুললেও মানুষ করতে পারেন নি। আরজ আলীর মা যখন মারা যায় তখন আরজ আলীর বয়স ২৫/২৬ বছর। আরজ আলীর মা নিজে কোনোদিন নামাজ কালাম পড়েনি পুত্রকেও সে শিক্ষা দেয়নি। স্থানীয় আলেম ওলামারা এলাকায় অনেক ওয়াজ নসিহত করতেন। আরজ আলীর মা এসব ভ্রুক্ষেপ করত না কিংবা হয়ত বুঝতই না। সে পর্দা পুশিদাও করত না। যার কারণে তার মৃত্যুর পরে স্থানীয় মুন্সী মৌলানারা বিশেষ করে আসারুদ্দীন মুন্সী ও নজর আলী মুন্সী ফতোয়া দিলেন- ‘এই মহিলা জীবিত অবস্থায় যেহেতু পর্দা পুশিদা এবং নামাজ কালাম কিছুই করত না সেই হেতু তার জানাজা হতে পারে না।

তখন মাতুব্বর বাড়ির মুরুব্বিদের অনুরোধ এবং সুপারিশে মুন্সী সাহেবেরা জানাজা দিতে এক পর্যায়ে রাজি হলেন এবং নামাজ না পড়লে সে যে

www.amarboi.org

মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত থাকে না– তার জানাজা হওয়া না হওয়া সমান কথা তাও এলাকাবাসীকে বুঝালেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যুবক আরজ আলী শহর থেকে ক্যামেরাম্যান নিয়ে আসল মৃত মায়ের ছবি তোলার জন্য। আলেম-ওলামা এবং সব মুরুব্বিদের অনুরোধ, উপদেশ অগ্রাহ্য করে সে মৃত মায়ের ছবি তোলে। এতে মুন্সী সাহেবেরা এবং মুরুব্বীরা তার মায়ের জানাজা না পড়েই রাগ করে চলে যান। আরজ আলীও রাগ করে মুন্সী মাওলানাদের গালাগালি করো আর কাউকে না ডেকে একা একাই ঘরের সামনে গর্ত করে বিনা জানাজাতেই মাকে পুতে রাখে। তারপর থেকে যতদিন বেঁচেছিল কথায়, কাজে, লেখায় জানপ্রাণ দিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করে গেছে। দীর্ঘ জীবন পেয়েছিল আরজ আলী মাতুব্বর। স্কুল মাদ্রাসায় না যেয়ে নিজ চেষ্টায় সে লেখাপড়াও শিখেছিল। তার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সে ব্যয় করেছে ইসলামের বিরোধিতায়।

বৃদ্ধকালে সে তার ছেলেদের বলেছে, মৃত্যুর পর বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে তার বেশ কয়েকটা ছবি যেন তোলা হয়। তারপর তার লাশ গোসল জানাজা না করে, কবরে না দিয়ে যেন মেডিকেল কলেজে দান করা হয়। আর তার মৃত্যু পরবর্তী ছবিগুলো যেন তার বাড়ির গেট এবং তার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়।

তার ইচ্ছা অনুযায়ী ছেলেরা কাজ করেছে। তার সমস্ত সাহিত্য কর্মই ইসলামের বিরুদ্ধে। আর এতে সে খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি ইসলাম বিরোধী চক্রের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং প্রিয়াভাজন হতে পেরেছে। আরজ আলী মাতুব্বরের বই থেকেই পড়লাম- সে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে জেনেছে মন্দির ভিত্তিক একাধিক পাঠাগারে যেয়ে ধর্মীয় বিভিন্ন বই পুস্তক পড়ে। খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে জেনেছে গীর্জা ভিত্তিক লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করে। আর ইসলাম সম্পর্কে জেনেছে তার কতিপয় আলেম-মওলানা নামধারী বন্ধুদের কাছ থেকে। কি আশ্চর্য কথা! ইসলামের ওপর এ কোন ধরনের জুলুম। খৃষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম জানল তাদের বইপুস্তক পড়ে আর ইসলাম ধর্ম জানল মানুষের কাছে শুনে শুনে। কেন ইসলামকে জানার জন্য কোনো বই পুস্তক কি দেশে পাওয়া যায় না? মসজিদ ভিত্তিক কোনো লাইব্রেরী কি নেই? যেখানে আল কুরআনের প্রথম নির্দেশই হলো 'পড়'। পড়াই হলো

www.amarboi.org

ইসলামকে জানার একমাত্র মাধ্যম। অথচ মূর্খ পণ্ডিত আরজ আলী মাতুব্বর অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে পড়ার আশ্রয় নিলেও ইসলামকে জানতে কুরআন, হাদীস- ইসলামী সাহিত্য কোনো কিছুর সাহায্যই নিল না। সে শরণাপন্ন হলো ইসলামের দুশমন ছক্কু মোলবীদের।

আরজ আলী মাতুব্বরের মেধা ও অধ্যবসায় ছিল সে তা ইসলামকে জানার ও বোঝার কাজে ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু না সে তা করেনি। সে আল্লাহর দেওয়া মেধা ব্যয় করেছে আল্লাহ বিরোধিতায়। তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ইসলামের বিরোধিতা করা। সে নবী রাসূলদের কটাক্ষ করা ফেরেশতাদের বিদ্রুপ করা, ইসলামপন্থীদের হেয় প্রতিপন্ন করা-এর একটাও বাদ দেয় নি।

আরজ আলীর লিখিত বই থেকে পড়লাম। তাকে বুঝানোর জন্য বড় বড় আলেম ওলামা তার কাছে আসত কিন্তু কেউ তাকে বোঝাতে পারেনি এবং তার বিভিন্ন প্রশ্নের কোনো সদুত্তরও দিতে পারেনি সেই সব আলেম ওলামারা। তার প্রশ্নগুলোও বইতে দেয়া আছে। প্রশ্নগুলো পড়লাম। আরজ আলী যে কতো বড় আহম্মক আর আলেমরা যে তার প্রশ্নের উত্তর কেনো দিতে পারেননি তাও বুঝলাম।

ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ল। খুব সম্ভব তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। আমারই এক ক্লাশমেট বলছে- "রুমী তুমি তো খুব ভাল ইংরেজি জান। বলো তো "ইফ যদি ইজ হয়, বাট কিন্তু হোয়াট কি" টপ করে বলে দাও লাটিম ইংরেজি আর চাবী ইংরেজিই বা কী?"

আমি একটু থমমত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ক্লাশ ফাইভের এক মেয়ে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। হাসিমুখে বলল, "রুমী বলে দাও' গাধার মতো প্রশ্ন করলে উত্তর দেব কি?" আমি হেসে উঠলাম। খুব খুশী হয়েছিলাম মেয়েটির উত্তরে। তবে আমার ক্লাশমেট মেয়েটির প্রশ্নটিও আমাকে অভিভূত করেছিল। মনে হয়েছে মেয়েটি তো বেশ বুদ্ধিমতি। কি সুন্দর করে ইংরেজি বাংলায় মিলিয়ে সে একটি কৌতুকময় প্রশ্ন তৈরি করেছে। পরে আরও অনেকের কাছে কৌতুকটি শুনে বুঝতে পেরেছি এটি আমার সেই ক্লাশমেট বন্ধুটির স্বরচিত নয়। অন্যের বুদ্ধি খরচ করা কৌতুক। নিজের মতো করে সে আমার কাছে পরিবেশন করেছে মাত্র।

www.amarboi.org

আরজ আলীর প্রশ্নগুলোও তেমনি। তার সব প্রশ্নের উত্তর ক্লাশ ফাইভের ঐ মেয়েটির মতো দেয়া যেত "গাধার মতো প্রশ্ন করলে উত্তর দেব কি?" গাধার মতো প্রশ্ন বলেই আলেমরা এই আবু জাহেলের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেন নি। আর এই আহাম্মক এই মনে করে আত্মপ্রসাদ পেয়েছে এবং পরম তৃপ্তির সাথে তা নিজের লেখায় উল্লেখ করেছে যে, "আলেমরা আমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি।

সে চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো কাজ করেছে। সে ইসলামের দুশমন হয়েছে। তার মেধা, মন, সহায়-সম্পদ সবই আবু লাহাবের মতো ইসলামের বিরোধিতায় ব্যয় করেছে। আর তাকে বাহবা দিয়েছে এ দেশের নাস্তিক মুরতাদরা।

আরজ আলী মাতুব্বরের মতো স্বঘোষিত নাস্তিক ও মুরতাদে ভরে গেছে আমাদের দেশ। আগে কাফের মুশরিকদের ঘরে জন্ম নিয়েছে সাচ্চা দিল মুসলিম। নিষ্ঠুর মুশরিক খাত্তাবের ঘরে হযরত ওমর (রাঃ)। ইসলাম এবং রাসূল(সাঃ)-এর সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জেহেলের ঘরে হযরত ইকরামা (রাঃ)। একবার যুদ্ধে বেশ কিছু শিশু মারা যায়। এতে রাসূল (সাঃ) খুব কষ্ট পান। বার বার বলতে থাকেন "তোমরা শিশুদের মারলে ক্যান?" জনৈক সাহাবী বললেন,

"ইয়া রাসূলুল্লাহ ওরা তো কাফেরদের সন্তান।" একথায় রাসূল (সাঃ)খুব অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন,

"তোমরা সবাই কাফেরদের সন্তান। সে কথা কি ভুলে গেছ?"

আর এখন? এখন ভালো ভালো মুসলিমদের ঘরে জন্ম নিচ্ছে আবু জাহেল, আবু লাহাবের মতো কাট্টা কাফের।

জহির রায়হান, শহিদুল্লাহ কায়সারের বাবা (নামটা এই মুহূর্তে ভুলে গেছি) ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের আলীয়া মাদ্রাসার প্রথম প্রিন্সিপাল। অথচ তার সন্তানেরা সবাই কম্যুনিস্ট। তার নাতনী টি. ভি. তারকা, সমি কায়সার ভারতীয় এক হিন্দুকে বিয়ে করে বললো। "আর যা-ই করি না কেন একজন বাঙালিকে বিয়ে করেছি। বাংলা দেশে বিয়ে করলে হয়ত দেখা যেত একজন রাজাকারের ছেলেকেই বিয়ে করে বসেছি।" এমনি হাজার হাজার উদাহরণ আমাদের দেশের যত্রতত্র। যারা এক সময় ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের মিশন নিয়ে এদেশে এসেছিলেন পরবর্তীতে তাদের

www.amarboi.org

উত্তরসূরীরা আজ ইসলামের বিরোধিতায় সোচ্চার। ইসলামকে তারা কতো নামে গালি দেয়- মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, জংগীবাদ। ইসলামের অনুসারীদের হেয় প্রতিপন্ন করা, বিদ্রূপ করা, নির্যাতন করা তাদের অভ্যাসে এবং স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

যুবশক্তি: রাসূল (সাঃ)যখন অসভ্য, মূর্খ মরুচারী হিংস্র বেদুইনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন তখন যে সব মর্দে মুমিন জান বাজি রেখে ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন। আঁকড়ে ধরেছিলেন তারা প্রায় সবাই ছিলেন যুবক। যেমন আবুবকর, ওমর, তালহা, যোবায়ের, জাফর তাইয়ার, সা'দ সাইদ, আবু যর, আবু হুরায়রা (রাঃ) এমনি নাম জানা না জানা আরও অনেক সাহাবী যাদের অধিকাংশেরই বয়স ছিল চল্লিশের নিচে। আর হযরত আলী, আনাস, মুয়ায (রাঃ) এমনি আরও অনেকেই যারা ছিলেন শিশু-কিশোর। কিন্তু যারা বিরোধিতা করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল বয়োবৃদ্ধ যেমন, উমাইয়া, ওৎবা, আবু জাহেল প্রমুখ।

কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি যেন একদম উল্টে গেছে। যৌবনকালটা আনন্দ স্ফূর্তি আর ভোগ বিলাসেই পার করে দেয়। অবৈধ রোজগারে স্বচ্ছলতা, অনৈতিক এবং অনৈসলামিক জীবন ব্যবস্থায় জীবন পার করে দিয়ে দু'একটা স্ট্রোক হজম করে অনেককেই দেখি নামাজি হতে এবং কিছু দোয়া দরূদ শেখায় মনোযোগী হতে। কোন্ দোয়া পড়লে চল্লিশ বছরের, কোন্ দোয়া পড়লে সারা জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে তা খুঁজে বেড়াতে। কিন্তু ইসলাম কি তাই? ইসলাম তো একটা জীবন ব্যবস্থার নাম। শুধু না বুঝে দোয়া পড়ার নাম নয়।

এক উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা হাসান সাহেব। সারা জীবন নফসের তাবেদারীই করেছেন। বাড়ী, গাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স কোনটাতেই কমতি নেই। ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে তারচেয়েও আধুনিক হয়েছে? হঠাৎ স্ত্রী মারা যাওয়াতে যারপর নাই ধাক্কা খেয়েছেন হাসান সাহেব। দুনিয়ার জীবনের অসারতা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছেন। জীবনের সব শ্রম, সব পুঁজি দুনিয়ার জন্যই বিনিয়োগ করা হয়েছে। আখেরাতের জন্য কিছুই করা হয়নি। অতএব আখেরাতের জন্য কিছু করা উচিত, ভেতরে এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে।

www.amarboi.org

ছেলেমেয়ে কাউকে ন্যূনতম ইসলামী শিক্ষাও দেননি। তারা হয়ত নামাজ পড়তেও জানে না। ঘরের মধ্যে ইসলামী পরিবেশ কোনো দিনও ছিল না- এখনও নেই। ছেলেমেয়েরা এখন নাগালের বাইরে। তাদের হাতের কাছে তেমন একটা পাওয়া যায় না। স্বামী, ঠিকমতো ইসলামী জীবনধারার অনুসারী না এই কষ্ট নিয়েই স্ত্রী গত হয়ে গেছেন।

ইদানিং হাসান সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদেই পড়েন। ছেলে মেয়েরা নামাজ-কালাম না পড়ে বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে। দেখে মাঝে মাঝে কষ্টই পান কিন্তু করার তো কিছু নেই! মসজিদ পাঠাগার থেকে বই পুস্তক হাদীস, কুরআন এনে পড়েন। নিজের ভুল বুঝতে পারলেও প্রতিকারের কোনো রাস্তা খুঁজে পান না। আট বছরের নাতীকে একদিন কাছে পেয়ে বললেন, "দাদুভাই কলেমা পড়তে পার?"

নাতী অবাক হয়ে বলল, "না দাদু, কলেমা কি জিনিস?

দাদু বললেন, "আমরা তো মুসলমান। মুসলমান হলে কলেমা জানতে হয়।"

: "দাদু, আমি তো কলেমা না জেনেও মুসলমান হয়ে গেছি।" বিজয়ীর হাসি হেসে বলল নাতি। কিছুদিন আগে নাতীটির খত্না দেয়া হয়েছে খুব ধুমধামের সাথে। এটা সে কথারই ইঙ্গিত।

হাসান সাহেব বললেন, "না দাদু কলেমা প্রত্যেক মুসলমানকে জানতে হয়। কলেমা পড়লে তুমি যতো গুনাহই করো না কেন, একদিন না একদিন অবশ্যই বেহেশতে যেতে পারবে (?) ।"

নাতী কি বুঝল সে ই জানে। তবু বলল, "ঠিক আছে আমাকে কলেমা শিখিয়ে দাও।"

দাদু খুশী হয়ে নাতীকে কোলের মধ্যে বসিয়ে বললেন, "বল, কলেমা তাইয়েবা- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ... ।"

নাতী কোল থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়াল। বিরক্তিতে ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেছে।

বলল, "ক্যান? এই ভিক্ষার দোয়া আমি শিখব ক্যান?"

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া এইসব দাদুদের আর কি করার আছে?"

www.amarboi.org

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা : রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে সরকার যখন থাকে সেই সরকারের মতবাদ তখন জোরদার হয়। প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এটাই স্বত:সিদ্ধ নিয়ম। কারণ সেই মতবাদ তখন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়। যেমন বর্তমানে আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন কোনো পন্থা নেই যা সরকার অবলম্বন করছে না।

ক. শিক্ষা ব্যবস্থা, খ. ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, গ. পারিবারিক প্রাঙ্গণে, ঘ. সামাজিক, ঙ. সাংস্কৃতিক অঙ্গন, চ. ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি দিয়ে সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার প্রচার ও প্রসারে সদা তৎপর।

ক. শিক্ষা ব্যবস্থা : থেকে ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার চেষ্টা করছে সরকার। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা ইসলামকে কমই বোঝে। কারণ স্কুল কলেজে ইসলামকে জানার, বোঝার কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই যে যত উচ্চশিক্ষিত হচ্ছে সে তত ইসলাম বিদ্বেষী হচ্ছে। সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেওয়ার পর সেই ছাত্র আর মুসলিম থাকছে না। কথায় ও আচরণে ইসলামের বিরোধিতা করাই যেন তার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। স্কুল কলেজের এই পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু ছাত্র ছাত্রী আছে যারা ইসলামকে বুঝতে এবং বুঝাতে চায় তাদের উপর সরকার খড়গহস্ত। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিনা কারণে ধরে মারপিট করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। এদের অপরাধ এরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নয়। অপরাধের প্রমাণস্বরূপ বলা হয় এদের কাছে জেহাদী বই পাওয়া গেছে। অর্থাৎ কোনো ছাত্র/ছাত্রীর কাছে কুরআন, হাদিস পাওয়া গেলেই আর উপায় নেই। তাকে নির্বিচারে নির্যাতন করে রক্তাক্ত অর্ধমৃত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়। পুলিশ তখন এদের উপর আরো নির্যাতন করে কোর্টে চালান করে বিনা বিচারে মাসের পর মাস বছরের পর বছর তারা জেল খাটে। স্কুল কলেজ ভার্সিটি এখন ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের দখলে। সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীরা কুরআন হাদিস পড়তে এমন কি হাতে নিতেও ইদানিং ভয় পায়। সরকার, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা বদমায়েশ সব জেলখানা থেকে ছেড়ে দিয়ে জেলখানা ফাঁকা করে

www.amarboi.org

ইসলামপন্থীদের দিয়ে জেলখানা ভরছে। শিক্ষাঙ্গন থেকে ইসলামকে উৎখাত করতে সরকার যেন বদ্ধপরিকর।

খ. ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা : ধর্মীয় পরিবেশেও সরকারের ভূমিকা তদ্রুপ। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে আমরা মাদ্রাসাকেই বুঝি। ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে যেন কোমর বেঁধে নেমেছে। মাদ্রাসার ছাত্র এবং শিক্ষকদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী, তালেবান, রাজাকার কতো ধরনের অপবাদ আর বিদ্রূপ যে তারা করছে তার ইয়াত্তা নেই।

সরকার রাজধানী, বিভাগ, জিলা এবং থানা পর্যায়েও কেন্দ্রীয় মসজিদগুলোতে এমন সব ইমাম নিয়োগ দিচ্ছে যারা শিরক বিদআতীতে নিমজ্জিত এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী। এই সব মসজিদে খুতবা এবং বিভিন্ন আলোচনায় তারা প্রকৃত ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার জয়গান গায়। সঠিকমানের মোফাসসিরে কুরআন ও আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি সম্পন্ন ওয়ায়েজিনদের কারাগারে আটকে রেখে এমন সব ওয়ায়েজিনদের দ্বারা ওয়াজ নসিহত করাচ্ছে যারা কুরআন হাদিস বহির্ভূত কথা বলছে, শির্ক বিদআতের বীজ ছড়াচ্ছে। এর ফলে কিছু শ্রোতা শির্ক বিদয়াতে নিমজ্জিত হচ্ছে আর কিছু লোক ইসলামের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হচ্ছে। এইসব ওয়াজ নসিহত দিয়ে সঠিক ইসলাম বোঝা যাচ্ছে না। এই ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবি ও লেখকরা এমনকিছু বই লিখছে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তা প্রচার করছে যা আরো মারাত্মক। এমনি একখানা পুস্তক জনৈক হায়দার আলীর লেখা- 'কুরআন হাদিসের দৃষ্টিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- খলিফাতুল মুসলিমিন।"

এই বইতে লেখক হায়দার আলী লিখেছেন "ধর্মনিরপেক্ষতা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা। যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নয় তারা মুসলমান নয়....।" আরও এমন এমন সব উদ্ভট তথ্য বইখানিতে আছে যা হয়ত কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ও বর্তমানে বিশ্বাস করবে না কিন্তু এই সরকার যদি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকে তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষেরা হয়ত এইসব উদ্ভট বই পুস্তককেই ধর্মীয় কেতাব মনে করে অধ্যয়ন করবে। শেখ মুজিবুর রহমানকে হয়ত সত্যি সত্যি মুসলিম জাহানের খলিফাই মনে করবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম।

www.amarboi.org

এছাড়া ইবাদাত ও আমলের এমন সব বই পুস্তক রচনা করছে যার সাথে আল কুরআন আর সহী হাদিসের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই বরং বিভ্রান্তিতে ভরপুর এই কুরআন হাদীস বহির্ভূত বিভ্রান্তিমূলক ইবাদাত আর আমলকেই অনেকে সঠিক মনে করে আঁকড়ে ধরেছে। সঠিক কথা তারা শুনতে রাজি না।

গ. পারিবারিক প্রাঙ্গণে: অনেক পরিবারেই ইসলাম এখন অনুপস্থিত। সব পরিবারে নামাজ নেই বললেই চলে, রোজার অবস্থাও তদ্রূপ- আর পর্দা বা হিযাবের তো প্রশ্নই আসে না। সে সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজের পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পেলেও আল কুরআনের অক্ষরজ্ঞানই নেই। চেহলাম, কুলখানি, মুসলমানী, (খতনা) আকীকা, শবে বরাত, ঈদ সেই সাথে জন্মদিন, মৃত্যুদিন, পয়লা বৈশাখ, নববর্ষ, নবান্ন, ভালোবাসা দিবস এবং আরও অন্যান্য অনুষ্ঠান খুব জাকজমক ও আড়ম্বরের সাথে পালন করে। আমাদের সমাজে এই ধরনের পরিবারই বেশি। "নামাজ ঠিক মত না পড়লে কি হবে শবে বরাত শবে কদরে সারা রাত ঘুমাই না।" বলে আস্ফালন করে। এরা আমারই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন। এদের বুঝানোর মতো ভাষা খুঁজে পাইনা। বোবা ব্যাথা নিয়ে তাকিয়ে থাকি শুধু। একদিন ভাইগ্নার (বড় ননদের ছেলে) বাসায় বেড়াতে গেলাম। ভাইগ্না দীর্ঘদিন থেকে অনুরোধ করছিল। "মামী এই ঢাকা শহরেই থাকেন, অথচ আমাদের বাসায় আসেন না।" ভাইগ্না বউর অভিমানী কণ্ঠ। একদিন দু'জন মিলে গেলাম ভাইগ্নার বাসায়। ভাইগ্না-বউ আমাদের দেখে খুব খুশী। একহাত দিয়ে আমার হাত ধরল। একহাত দিয়ে মামা শ্বশুরের হাত ধরল। খুব আন্তরিকতার সাথে ঘরে বসাল। আমাদের জন্য অনেক কিছুই রান্না করল। জোর করে ঠেসে ঠেসে খাওয়াল। এক ছেলে এক মেয়ের মা। ছেলের বয়স ১৪/১৫ বছর। "ছেলে কোথায় তোমার?" জিজ্ঞেস করতেই হায়! হায়! করে যা বলল, তার সারমর্ম হলো। ছেলেটা তো এমনিতে খুব বেয়াদব। মাকে তো মানেই না বাপের কথাও তেমন একটা শোনে না। ক্লাশ সেভেনে পড়ত। পড়াশোনা ঠিকমত করে না, স্কুলেও নিয়মিত যায় না বললেই চলে। হঠাৎ সেই ছেলে যেন রাতারাতি বদলে গেল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে যেয়ে পড়তে লাগলো। স্কুলে নিয়মিত যেতে লাগলো, পড়াশোনায় মনোযোগী হলো। মায়ের সাথে খুবই ভালো

www.amarboi.org

আচরণ করতে লাগলো। একদিন মাকে বলল, "মা দাদা বেঁচে থাকতে তো তুমি বোরখা পরতে। পর্দা করে চলতে এখন করো না কেন?" মা যেন একটু লজ্জাই পেল। আবার কোনো দিন মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে এসে বলত, "মা এখনও নামাজ পড়নি?" ক্লাশের বই ছাড়াও অন্যান্য কি সব বই যেন পড়ত। আজে বাজে বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা একদম কমে গেল। মাঝে মাঝে একটা ছেলে আসত মসজিদে যাওয়ার জন্য ডাকতে। একদিন পাশের বাসার এক আপা বলল, "আপা আপনার ছেলে কার সাথে মেশে কি করে তা কি লক্ষ্য করেছেন?"

অবাক হয়ে মা বলল, ক্যান? কি করে আমার ছেলে? আমার ছেলে তো খুব ভালো হয়ে গেছে। এখন আর কোনো খারাপ বন্ধু নেই ওর।"

ভদ্র মহিলা বলল, "আপনার ছেলে তো এখন শিবির করে। যে ছেলে আপনার বাসায় মাঝে মাঝে আসে ও তো শিবিরের ক্যাডার। আমি তো ওর হাতে সেদিন শিবিরের বই দেখলাম।"

(মায়ের ভাষায়) আমার মাথায় যেনো আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মামী। আমি দৌড়ে ওর পড়ার টেবিলের কাছে যেয়ে দেখি ওর ক্লাশের বই বাদে আরও সাত/আটটা বই টেবিলের ওপর সুন্দর করে গোছানো। বিকেলে আপনার ভাইগ্নাকে বলতেই সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। বলল, "এখন তো যে কোনো টাইমে পুলিশ আসবে আমার বাসায়। তারপর মামী কতো কষ্ট করে যে ছেলেকে মসজিদে যাওয়া থেকে ফিরাইছি। শিবিরের হাত থেকে ফেরানোর জন্য ওর স্কুল বন্ধ করে দিয়েছি। এখন প্রত্যেক দিন ওর বাবা ওকে সাথে করে নিয়ে কারখানায় যায় আবার সাথে করে নিয়ে আসে।"
"বল্লাম ওর লেখা পড়া?

বউটি বলল, পড়াশুনা বড় না জীবন বাঁচানো বড়?" সত্যি যদি একদিন বাড়িতে পুলিশ আসে আর ওকে ধরে নিয়ে যায় তখন কোথায় থাকবে পড়াশুনা?"

অবাক হয়ে বললাম, "কি বল এসব ওকে পুলিশে ধরবে ক্যান? ও তো খারাপ কিছু করছিল না.... ।"

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে বউটি বলল, "মামী বুঝতে পারছেন না ক্যান? শিবির যে, শিবির করলে তো ধরবেই।"

www.amarboi.org

বললাম, "ও যে বইগুলো আনত তার দু'একটা কি পড়েছ কোনো দিন?"

"পড়েছি মামী। বইগুলো খুবই ভালো। একটা বইয়ের নাম 'কিশোর মনে ভাবনা জাগে' কি যে সুন্দর বইটা।"

বললাম, সেই বইগুলো কি করেছ?"

: "ঐ ছেলেটা একদিন আসছিলো। ওকে সব দিয়ে দিছি।" আমার এই আত্মীয়ের মতো এখন অনেকেই পুলিশের ভয়ে কুরআন হাদীস এবং ইসলামী বই পুস্তক রাখতে ভয় পায়। তারা জানে 'শিবিরের ছেলেরা' খুব ভাল কিন্তু শিবির করলে কিংবা ইসলামী বই পুস্তক ঘরে থাকলে কিংবা পড়লে পুলিশে ধরতে পারে এই ভয়ে পরিবারকে ইসলামী বই পুস্তক থেকে দূরে রাখতে চায়।

ঘ. সমাজ: সমাজের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে আঁতকে উঠি। আমাদের সমাজ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ যেন একদম উঠে গেছে।

শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষই যেনো ইসলামী চিন্তা চেতনার বিরোধী। আমার বাড়ির সামনেই দূরের এক লোকের ধানক্ষেত। আমার প্রতিবেশী এক মহিলা সেখান থেকে মাটি তুলে নিচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখতে পেয়ে বললাম, "আপাজি এইভাবে না বলে অপরের জমি থেকে মাটি নেওয়া তো ঠিক না....।"

মহিলা মাটি নিতে নিতে বলে উঠল, "থামেন তো অত মানলে তো আর দুনিয়াতে চলা যায় না। ইসলাম তাদের কাছে আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব হিন্দু ধর্মের মতো একটা ধর্ম মাত্র। নামাজ না পড়লেও তাদের ঈমানের কোনো ঘাটতি হয় না। পর্দা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা তাদের নেই কারণ তাদের মনে কোনো দোষ নেই। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস আছে। রাসূলের (সাঃ)প্রতি মহব্বত আছে, ব্যাস তারা খাঁটি মুসলিম। আমরা জানি মুমিন হতে হলে সাতটা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে-

১. আল্লাহর প্রতি, ২. ফেরেশতাদের প্রতি ৩. আল্লাহর কিতাবের প্রতি, ৪. নবী-রসূলদের প্রতি, ৫. আখেরাতের দিনের প্রতি, ৬. তাকদিরের ভালোমন্দের উপর ৭, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ইবলিশের কথা ভাবেন তো উপরের সাতটা বিষয়ের উপরই ওর বিশ্বাস

www.amarboi.org

আছে। কোনো কোনো বিষয়ের উপর তো তার বাস্তব বিশ্বাস মানে চাক্ষুস বিশ্বাস। তাই বলে ইবলিশ কি মুমিন? মুসলিম? আসলে মনে মনে বিশ্বাস থাকলেই মুমিন কিংবা মুসলিম হওয়া যায় না। মনে মনে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং কর্মকান্ডের মাধ্যমে সেই বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার পর সে হয় মুসলিম। মহান রাব্বুল আলামিন আল কুরআনে বার বার বলেছেন, "ইল্লাল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহা।" ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং ভালো কাজ কর।" অতএব ঈমানের আলোকে ভালো কাজ করার পরই হবে মুসলিম। আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা ইবলিশের মতো ঐ সাতটা বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখে এবং ইবলিশের মতোই সব অমান্য করে। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মুসলিমের অবস্থাও তদ্রূপ।

ঙ. সাংস্কৃতিক অঙ্গন : সাংস্কৃতিক অঙ্গন দেখে তো মনে হয় ইসলামের বিরোধিতামূলক অনুষ্ঠানের নামই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যে যত বেশী ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড করতে পারবে সে তত বেশী সংস্কৃতিমনা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে নাচ, গান, আর অভিনয়কেই আমরা সাধারণত বুঝে থাকি। যারা এই সবে অংশগ্রহণ এবং এইসব উপভোগ করেন সত্যি করে বলেন তো এর মধ্যে কতোখানি শালীনতা আছে? আমাদের নাটক সিনেমায় ধর্ম এবং ধার্মিক ব্যক্তিকে মাঝে মধ্যে দেখানো হয় সমাজের সবচেয়ে খারাপ লোক হিসাবে। অপসংস্কৃতিতে সয়লাব আমাদের সাংস্কৃতিক অংগন। আদর্শ প্রচারের জন্য নাটক সিনেমা একটা বিরাট মাধ্যম। এই প্রচার মাধ্যমের প্রায় পুরো কাজটাই হচ্ছে ইসলাম বিরোধী। ইসলামী মূল্যবোধ বজায় রেখেও নাটক সিনেমা করা যায় তা দেখি আমরা ইরানী সিনেমায়। বিশ্ববাজারে সে সব সিনেমা কিন্তু মোটেও অচল নয় বরং ইরানী সিনেমা প্রায় প্রতিবছরই পুরস্কার পায় অভিনয় এবং চিত্রশৈলির জন্য। কিন্তু আমাদের দেশের চিত্র পরিচালকরা অনুকরণ করে হলিউড ও ভারতকে। আমাদের সরকারও যে তাই।

চ. ক্ষমতার অপব্যবহার : সলাম আর ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য এমন কোনো পন্থা নেই যা সরকার অবলম্বন করছে না। কুরআন বিরোধী নীতি প্রবর্তন, সংবিধান পরিবর্তন, সংবিধান থেকে

www.amarboi.org

'আল্লাহর প্রতি আস্থা' অপসারণ। ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের জেলে প্রেরণ কি না করছে সরকার।

ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, যারা ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ। আজ তারা কারাগারে। সেই সাথে বাছাই করা উত্তম চরিত্রের বেশ কিছু আল্লাহর বান্দাহ।

রিমান্ডের নামে এদের উপর চালানো হচ্ছে নির্মম নির্যাতন। যে অপরাধে এদের গ্রেফতার করা হয়েছে তা কতই না প্রহসনমূলক। আমাদের দেশের প্রায় অধিকাংশ ধার্মিক ব্যক্তিরই জীবনের কিছুটা সময় পার হয়েছে কুরআন হাদিস বহির্ভূত। শুধু বহির্ভূত বললে ভুল হবে, বলতে হবে কুরআন হাদীসের বিপরীতে। যাকে বলে জাহিলিয়াতের জিন্দেগী। ইসলামী আন্দোলনের এই সব নেতা যাদের কোনো জাহেলিয়াতের জামানা নেই। ছোটবেলা থেকেই যারা আল কুরআন ও হাদিস চর্চার মধ্যে বেড়ে উঠেছেন। যাদের জীবন শুরুই হয়েছে কুরআন ও হাদিসের পরিসীমার মধ্যে। এর মধ্যে একজন তো ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বেরিয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। তার ওজস্বি এবং শ্রুতিমধুর ওয়াজ ও কুরআনের তাফসির শুনে কতো অবিশ্বাসী কাফের মুশরিক কুফরী এবং শিরকী চিন্তা চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের শ্বাশত, সুন্দর ও সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। কতো ফাসিক মুনাফিক খাঁটিভাবে তওবা করে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়েছে। কতো বেপর্দা নারী নিজেকে হিযাবে আবৃত করেছে। কতো সুদ, ঘুষ এবং যৌতুক খোর তওবা করে সুদ ঘুষ আর যৌতুক থেকে ফিরে এসেছে। কতো বে আমল মুসলমান আমলদার হয়েছে। সেই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা "ধর্মানুভূতিতে আঘাত করেছে।" এই অপরাধেই তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তারপর তাদের নামে দায়ের করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা মামলা। তাদের ওপর চালানো হচ্ছে চরম নির্যাতন।

কিছু জ্ঞানপাপী ছাড়া দেশের জনসাধারণ বিস্ময়ে হতবাক! আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করাই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সেই তারুণ্যের ক্রান্তিলগ্ন থেকে যারা ইসলামের অনুশাসন মেনে চলেছেন এবং অপরের কাছে কুরআন এবং হাদীসের দাওয়াত দিতে দিতে

www.amarboi.org

জীবনের প্রান্তসীমায় এসে পৌছেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারা মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করেছে। প্রহসন আর কাকে বলে?

অবশ্য একদিক দিয়ে কথাটা সত্যি। ইসলামের পক্ষে কথা বলতে গেলে ইসলাম বিরোধীদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত তো লাগতেই পারে। ইসলামের কথা বলতে গেলে শির্ক, বিদয়াত, ফাসেক মুনাফিকদের বিরুদ্ধে বলতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষদের বিরুদ্ধে বলতে হয়।

শির্ক, বিদয়াত সম্পর্কে বলতে গেলে যারা সর্বক্ষণ শির্ক এবং বিদয়াতীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সেই সব তরিকতি এবং মারিফতীদের দেমাকে তো লাগবেই। আমার বাড়ীর কাছেই এক মারিফতী আছে যে কোনো মসজিদে এবং কোনো ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে না। তার মারিফতী ঈমান মতে সে বলে যারা মসজিদে এবং ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে তাদের কারো নামাজ হয় না।' তার বাড়ির উঠানে প্রতি সকালে অনেক গ্রাম্য শিক্ষিত অশিক্ষিত মহিলারা পানির বোতল তেলের বোতল নিয়ে বসে থাকে। সে সর্বরোগের পানি পড়া দেয় এবং জনপ্রতি দুইশ দশ টাকা করে হাদিয়া নেয়। সে কারো পিছনে নামাজ পড়েও না কারো নামাজের ইমামতিও করে না। তবে সবার (যে তার কাছে চায় তারই) পানি আর তেলের বোতলের ফুঁক দেয় এবং সবার কাছ থেকে টাকা নেয়।

আর একদল নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে এরা ধর্মনিরপেক্ষ নামে ধর্মহীনতায় বিশ্বাসী এবং ধর্ম বিরোধিতায় তৎপর। তারা কি করে ইসলামী আন্দোলন এবং আন্দোলনের নেতাদের সহ্য করবে? তাদের ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মানুভূতিতে তো আঘাত লাগবেই। আর যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুবিধামতো ধর্মকে ব্যবহার করে। ধর্মের যেটুকু মানলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই সেইটুকু মানে, যা মানলে ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত লাগে তা মানে না। তারাই মুনাফিক।

যদি প্রশ্ন করি যারা আল কুরআনের সব আদেশ নিষেধ মেনে চলে তাদের কি বলবেন? নিশ্চয়ই উত্তর দেবেন তারা মুমীন-মুসলমান।" আর যারা আল কুরআন মোটেও মানে না তাদের কি বলবেন? নিশ্চয়ই তাদের কাফের বলবেন। ঠিক আছে না? আর যারা আল কুরআনের কিছু মানে আর কিছু মানে না তাদের কি বললেন? হ্যাঁ, এরাই ফাসিক। এরা

www.amarboi.org

মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেও এরা মুসলিম নয়। ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীরা তো বিভিন্ন সভা সমাবেশে এইসব ফাসিক মুনাফিকদের কাজের সমালোচনা করেনই এবং এইসব ফাসিক মুনাফিকদের ফাসেকি, মুনাফেকি পরিত্যাগ করে খাঁটি মুসলিম হওয়ার দাওয়াতও দেন। তখন তাদের ফাসেকি মুনাফেকি অনুভূতিতে আঘাত তো লাগতেই পারে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করার দাওয়াত দিয়েছিলেন তখন আবু জাহেল, আবু লাহাব, উমাইয়া ইবনে খালফ, ওতবা, আবু সুফিয়ান, হিন্দা, উম্মে জামিল এমনি সব সমাজের বড় বড় নেতাদের ধর্মীয় অনুভূতিতেই আঘাত লেগেছিল। রাসূল (সাঃ) যখন কাবার চত্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন তখনই আওয়াজ উঠলো "কাবার অবমাননা করা হয়েছে।" রাসূলকে (সাঃ) বলা হলো ধর্মত্যাগী। সে পূর্বপুরুষদের চিরাচরিত ধর্মকে পরিত্যাগ করে নিজে এক উদ্ভট ধর্ম তৈরি করেছে। রাসূল (সাঃ) এবং তার অনুসারীদের ওপর নেমে আসে কঠিন নির্যাতন। তারা লাত, ওজ্জা আর মানাতকে খুশি করতেই আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছে। শেষ পর্যন্ত সেইসব ভালো মানুষেরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হল। তাদের মধ্যে কেউ শহীদ হয়ে যান। তাদের সব ধরনের সহায় সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়। তাদের সাথে অসংখ্য মিথ্যা এবং বানোয়াট কথা প্রচার করা হয়। কিছুসংখ্যক কবি প্রতিটি অলিতে গলিতে মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তার সাহাবীদের দুর্নাম ও কুৎসা রটিয়ে বেড়াতো এবং ছন্দবদ্ধ গালি ও নিন্দাসূচক শ্লোগান দিয়ে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলত। তাদের মুখের প্রতিটি কথা মানুষের অন্তরে প্রচার করতো। আরবীয় সমাজে তখন কবিদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। অনেকটা এ যুগের সাংবাদিকদের মতো। একজন দক্ষ সাংবাদিক তার লেখনি ও পত্রিকার শক্তি নিয়ে যখন কারো পেছনে লাগে তখন তার অনেক ক্ষতি করতে পারে। যা বর্তমানে করা হচ্ছে। ঠিক তেমনিভাবে সে যুগের কবিরা রাসূল (সাঃ) এবং তার অনুসারীদের পেছনে লেগেছিল।

কিন্তু কেন?

www.amarboi.org

অত্যাচার এবং অপপ্রচারের এই অভিযান কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে হয়নি বরং এটা ছিল সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত একটি চক্রান্ত। কাফের মুনাফিকরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল..।" এই কোরআন তোমরা শুননা বরং কোরআন পাঠের সময় হৈ চৈ করো, হয়তো এভাবেই তোমরা জয়ী হতে পারবে।" (হা-মীম-আস সাজদা- ২৬)

তখন কার বিরোধীতার ধরন আর কারণ এবং বর্তমানের বিরোধীতার ধরন ও কারণ একই। সেই পনের শত বছর আগের মতো সব ইসলাম বিরোধী শক্তি একত্রিত হয়ে ইসলামের বিরোধিতা করে। ধর্মনিরপেক্ষ, রাজনীতিবিদ, রাজনীতি নিরপেক্ষ ধার্মিক এবং অধার্মিক নাস্তিকেরা সবাই একত্রিত হয়ে কোমর বেঁধে ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে।

কারণ একটাই, ইসলাম মানুষকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দাওয়াত দেয়, ভাল হওয়ার দাওয়াত দেয়। হযরত জাফর তাইয়ার (রাঃ)-এর ভাষায় "আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মরা জন্তুর গোশত খেতাম, ব্যভিচার করতাম, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতাম, পরস্পর পরস্পরের প্রতি জুলুম অত্যাচার করতাম এবং আমাদের সবলেরা দুর্বলদের অত্যাচার ও শোষণ করত। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি জন্ম নিলেন যার সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা ও ভদ্রতা সম্পর্কে আমরা আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলাম। তিনি আমাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং আমাদের পাথর পূজা পরিত্যাগ করা সত্য কথা বলা, রক্তপাত বন্ধ করা, এতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ না করা, প্রতিবেশীর সেবা ও উপকার করা, সতী নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা না করা, নামাজ পড়া রোজা রাখা ও দান-সদকা করার শিক্ষা দিলেন। আমরা তার ওপর ঈমান আনলাম, পৌত্তলিকতা ছেড়ে দিলাম এবং সমস্ত খারাপ কাজ বর্জন করলাম। এই অপরাধে আমাদের গোটা জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেল। তারা আমাদের আগের সেই গোমরাহীতে ফিরিয়ে নেবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে।"

আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটও হুবহু তাই। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একাধারে চল্লিশ বছর তাঁর পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন- সেইসব কাফের মুশরিকদের সাথেই অতিবাহিত করেছেন। তখন সবাই তাঁকে ভালোবাসত, সম্মান করত। আল আমীন, আস-সাদিক কতো রকম

উপাধিতে ভূষিত করেছে। আর যখনই তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন সেই প্রিয়জনেরাই তাঁর জানের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। হেন প্রকারের অত্যাচার নেই যা তারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সাথে করেনি। হেন অপবাদ নেই যা তারা রাসূল (সাঃ) -এর ওপর আরোপ করেনি।

শুধু মোহাম্মদ (সাঃ)-ই নয় এই একই অপরাধে পূর্ববর্তী আরো অনেক নবীকেই অত্যাচারিত হতে হয়েছে এই শ্রেণীর মানুষের হাতে। এই আল্লাহদ্রোহী মানুষেরা কোনো কোনো নবীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে কোনো নবীকে মির্মমভাবে হত্যা পর্যন্ত করেছে। এই নবী হত্যার মতো জঘন্য কাজ ইহুদিদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে বেশী। তারা বুক ফুলিয়ে সে সব কথা স্বীকারও করত।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) যখন মূর্তি পূজার জন্য ইহুদীদের তিরস্কার করেন এবং নতুন করে তওহিদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন সামারিয়ার ইসরাইলি রাজা আখিয়াব নিজের মুশরিক স্ত্রীর প্ররোচনায় তাঁর প্রাণনাশের প্রচেষ্টায় মেতে ওঠে। ফলে তাকে সিনাই উপদ্বীপের পর্বতাঞ্চলে আশ্রয় নিতে হয়। এ সময় হযরত ইলিয়াস যে দোয়া করেন তা নিম্নরূপ- "বনী ইসরাইল তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করেছে। তোমার নবীদের হত্যা করেছে তলোয়ারের সাহায্যে এবং একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। তাই তারা আমার প্রাণ নাশের চেষ্টা করছে।" (১ রাজাবলী, ১৭ অধ্যায়: ১-১০ শ্লোক)।

◆ সত্য ভাষণের অপরাধে হযরত 'মিকাইয়াহ' নামে আর একজন নবীকেও এই ইসরাঈলি শাসক আখিয়াব কারারুদ্ধ করে। সে হুকুম দেয়, এই ব্যক্তিকে বিপদের খাদ্য খাওয়াও এবং বিপদের পানি পান করাও।" (১ রাজাবলী, ২২ অধ্যায়, ২৬-২৭ শ্লোক)

◆ আবার যখন ইহুদি রাষ্ট্রে প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা ও ব্যভিচার চলতে থাকে এবং হযরত যাকারিয়া (আঃ) এই সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন তখন ইহুদি রাজা ইউআসের নির্দেশে তাকে মূল হাইকেলে সুলাইমানিতে মাকদিস (পবিত্র স্থান) ও যবেহ ক্ষেত্র'-এর মাঝখানে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। (২ বংশাবলী, ২৪ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

www.amarboi.org

◆ অতঃপর আশুরিয়াদের হাতে যখন সামারিয়াদের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের পতন হয় এবং জেরুসালেমের ইহুদী রাষ্ট্র মহা ধ্বংসের সম্মুখীন হয় তখন 'ইয়ারমিয়াহ' নবী নিজের জাতির পতনে আর্তনাদ করে ওঠেন। তিনি পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে নিজের জাতিকে সম্বোধন করে বলতে থাকেন, "সতর্ক হও, নিজেদেরকে সংশোধন করো, অন্যথায় তোমাদের পরিণাম সামারিয়া জাতির চাইতেও ভয়াবহ হবে। কিন্তু জাতির পক্ষ থেকে এই সাবধান বাণীর বিরূপ জওয়াব আসে। চারিদিক থেকে তাঁর ওপর প্রবল বৃষ্টি ধারার মতো অভিশাপ ও গালি গালাজ বর্ষিত হতে থাকে। তাঁকে মারধর করা হয়। কারারুদ্ধ করা হয়। ক্ষুধা ও পিপাসায় শুকিয়ে মারার জন্য রশি দিয়ে বেঁধে তাঁকে কর্দমাক্ত কূয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তাঁর জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার এবং বিদেশী শত্রুর সাথে আঁতাত করার অভিযোগ আনা হয়। (যিমমিয়, ১৫ অধ্যায়, ১০ শ্লোক; ১৮ অধ্যায় ২০-২৩ শ্লোক)

◆ আমুস নামক আর একজন নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে যখন তিনি সামারিয়ার ইসরাঈলী রাষ্ট্রের ভ্রষ্টতা ও ব্যভিচারের সমালোচনা করেন এবং এই অসৎ কাজের পরিণাম সম্পর্কে তাদের সতর্ক করেন তখন তাঁকে চরমপত্র দিয়ে বলা হয়, এদেশ থেকে বের হয়ে যাও এবং বাইরে গিয়ে নিজের নবুওয়াত প্রচার করো। (আমুস ৭ অধ্যায়, ১০-১৩ শ্লোক)

◆ হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) যখন ইহুদি শাসক হিরোডিয়াসের দরবারে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত ব্যভিচার ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তখন প্রথমে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। তারপর বাদশাহ নিজের প্রেমিকার (এক নষ্টা নারী) নির্দেশানুসারে জাতির এই সবচেয়ে সৎ ও ন্যায় নিষ্ঠ ব্যক্তিটির শিরোচ্ছেদ করে। কর্তিত মস্তক একটি থালায় করে নিয়ে বাদশাহ তার প্রেমিকাকে উপহার দেয়। (মার্ক, ৬ অধ্যায়, ১৭-২৯ শ্লোক)

◆ সবশেষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের আলেম সমাজ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের ক্রোধ উদ্দীপিত হয়। কারণ তিনি তাদের পাপ কাজ ও লোক দেখানো সৎকাজের সমালোচনা করতেন। তাদেরকে ঈমান ও সৎ কাজের দিকে আহ্বান জানাতেন। এসব অপরাধে (?) তার

www.amarboi.org

বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা তৈরি করা হয়। রোমান আদালত তাঁকে প্রাণদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত করে। রোমান শাসক পীলাতীস যখন ইহুদীদের বললো, আজ ঈদের দিন, আমি ঈসা ও বারাব্বা ডাকাতের মধ্য থেকে একজনকে মুক্তি দিতে চাই। (এই দুইজনই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ছিল)।

আমি কাকে মুক্তি দেব? ইহুদিরা সমস্বরে বললো, 'আপনি বারাব্বাকে মুক্তি দিন এবং ঈসাকে ফাঁসি দিন। (মথি, ২৭ অধ্যায়, ২০-২৬ শ্লোক)

এই ধারা অব্যাহত আছে আজও। থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। নবী রাসূলদের অবর্তমানে যারাই এই নবী আনা কাজ নিয়ে ময়দানে নেমেছে তাদের উপরই ইবলিশের এজেন্টরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে চতুর্দিক থেকে।

ইসলামী আন্দোলনের বন্দী নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হচ্ছে কতো যে সাজানো মিথ্যা মামলা। দেশের নাবালক শিশুরাও বোঝে এইসব মামলা মিথ্যা বানোয়াট। অথচ সেই মিথ্যা মামলার মিথ্যা অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য এই ভালো মানুষদেরকে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে। যারপর নাই নির্যাতন করা হচ্ছে।

দেশের সবচাইতে ভালো মানুষগুলোর আজ চরম দূর্দিন। যারা সারা দেশের এবং দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণ চায়। দেশের মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি চায়, এবং সেই লক্ষ্যে দেশের মানুষকে আল কুরআন থেকে হাদিস থেকে শিক্ষা দিতে চায়। নিজেরাও সেই আলোকে জীবন অতিবাহিত করে। ব্যক্তিগত জীবনে তারা অত্যন্ত ধার্মিক, নীতিবান, মানবিক গুণসম্পন্ন, লোক দেখানো প্রবণতা মুক্ত, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, উচ্চ শিক্ষিত, অত্যন্ত জ্ঞানী, ধৈর্যশীল সূদ, ঘুষ, জুয়া, কালো টাকা, অবৈধ রোজগার থেকে যারা লক্ষ যোজন দূরে। আল্লাহর সন্তুষ্টিই যাদের জীবন ও কর্মকাণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই মানুষগুলো আজ জেল জুলুমের শিকার।

যে জাতি নিজের ফাসিক দুশ্চরিত্র ও আল্লাহ বিমুখ লোকদের নেতৃত্বের আসনে বসায় আর জাতির সৎ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী লোকদের কারাগারে স্থান দেয় সেই জাতির মতো দুর্ভাগা আর কোন্ জাতি? অতীতে যে জাতিই এই ধরনের কাজ করেছে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে এসেছে।

www.amarboi.org

হে আল্লাহ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কয়টির উপর তুমি রহমত নাযিল করো। তাদের মুক্ত করে দাও, তাদের কষ্ট দূর করে দাও। আর আমার দুর্ভাগা জাতিকে তোমার গজব থেকে রক্ষা করো। হেদায়েতের বুঝটা তাদের দিয়ে দাও প্রভু। ক্ষমতার অপব্যবহার করা থেকে তাদের নিবৃত করা।

একবার বাসে কোথাও যাচ্ছিলাম। খুব সম্ভব সাপাহার নওগাঁ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে। এই মাত্র একটা বাস ছেড়ে যাওয়ার পর পরবর্তী বাসটা একেবারে ফাঁকা পেলাম। রমিছা খালাম্মাকে নিয়ে পছন্দসই সিটে বসতেই একদল মহিলা উঠল। একেবারে পেছনের কয়েকটা সিট বাদ দিয়ে মহিলারা প্রায় সব কটি সিট দখল করে বসে পড়ল। এরপর পুরুষদের বসার আর কোনো সিট নেই। তারা সব রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। এক ছেলে বলল, "আমরা মেয়েদের সিটে বসলে আমাদের জোর করে তুলে দেয়, এখন মেয়েরা যে আমাদের সিটে বসেছে, আমরা তুলে দিতে পারি না?" ছেলেটির মুখের দিকে তাকালাম। ২৫/২৬ বছর বয়স হবে। বললাম, "না পার না। মেয়েদের সিটের উপর লেখা আছে 'মহিলা'। কোন সিটের উপর কি পুরুষ লেখা আছে? অতএব এ সিটগুলো তোমাদের না এগুলো নারী-পুরুষ সবার। কিন্তু সামনের সিট কয়টি মহিলাদের জন্য রিজার্ভ। সংরক্ষিত আসন। ওখানে তুমি বসতে পার না। আর এগুলো সবার যে আগে উঠতে পারবে সেই বসতে পারবে।"

আর একজন বলে উঠল "এই কথা বলিস না। পারবি না মহিলাদের সাথে। দেশের ক্ষমতায় মহিলারা বুঝিস না?"

বললাম "কি করব বল? এ দেশের মেয়েরা উপযুক্ত ছেলে জন্ম দিতে পারে নাই। তাই নিজেরাই দেশ চালায়। কিছুদিন খালেদা হয়ে কিছুদিন হাসিনা হয়ে...।

প্রথম ছেলেটি বলল, "আপনাকে দেখে তো ইসলামপন্থী মনে হয়। ইসলাম কবে ক্ষমতায় যাবে তাই বলেন তো। ছেলেটির মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললাম, "নামাজ পড়?"

: "পড়ি না মানে? পাঁচ ওয়াক্ত না পড়লেও শুক্রবার মিস করি না।"

বললাম "কি কর?"

www.amarboi.org

: "বুয়েট থেকে পাস করে বের হলাম। চাকরীর চেষ্টায় আছি।"

বললাম "তাহলে বড় একটা ডিগ্রীই তো নিয়েছ। সূরা ফাতিহার মানে জানো?

: "আমি কি মাদ্রাসায় পড়েছি নাকি?"

বললাম সূরা ফাতিহা কি শুধু মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য? তুমি যে বললে, নামাজ পড়।"

: পড়ি কিন্তু..।"

বললাম, "কিন্তু কি? তুমিই তো জানতে চাইলে ইসলাম কবে ক্ষমতায় যাবে? ইসলাম সেই দিনই ক্ষমতায় যাবে যে দিন তোমার মতো উচ্চ শিক্ষিত যুবকেরা সূরা ফাতিহার মানে বুঝবে। কুরআনের অর্থ বুঝবে।"

ছেলেটি বলল, "সত্যি আমাদের কুরআন বোঝা উচিত। বাস চলতে শুরু করল। আমি সিটের সাথে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকলাম। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম "কবে আসবে সেই শুভ দিন? যে দিন আমাদের তরুণ-তরুণীরা আল কুরআন বুঝবে হাদীস মেনে চলবে?"

এক স্টেশনে বাস থামতেই ছেলেটি বলল, "খালাম্মা আসি। আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন কুরআন বুঝতে পারি। ছেলেটির কথায় সত্যি অবাক হলাম। এত সহজে সে বিষয়টা বুঝতে পারল! আমার অনেক আপনজনকেই আমি কথাটা বুঝাতে পারিনি। কুরআন তারা বোঝে না- বোঝা উচিৎ এই অনুভূতিও তাদের মধ্যে কাজ করে না। কুরআনের জ্ঞান বর্জিত এইসব শিক্ষিত মুসলমানরাই এখন ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন। এরাই ফতোয়ার বিরোধিতা করে। ইসলামের বিরোধিতা করে।

এরা এইসব লোভী, ভণ্ড, আল্লাহ্ ভীতি বর্জিত মূর্খ ছক্কু মোলবীদেরই মনে করে ইসলামের কর্ণধার। এদের দেয়া রায়কে মনে করে ফতোয়া। মাঝে মাঝে মনটা হতাশ হয়ে যায়। মনে হয় মুসলিম নামধারী এইসব মুশরিক জালিমদের হাত থেকে কি করে ইসলামকে রক্ষা করা যাবে? সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তো ইসলাম বিরোধীদের হাতে। পর মুহূর্তে মনে হয় না ইবলিশের এই চতুর্মুখী হামলায় ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। আল কুরআন ও হাদীস থেকে ধৈর্য ধারণের সবক নিতে হবে। ইসলামকে রক্ষা

www.amarboi.org

করার দায়িত্ব তো স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালার। আমাদের দায়িত্ব তো শুধু চেষ্টা করা। যাকে যতটুকু মেধা, দক্ষতা ও শক্তি আল্লাহ দিয়েছেন। তার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। আমি তো বসে আছি সেই শুভ দিনের প্রত্যাশায় যে দিন ঐ ছেলেটির মতো সহজেই আমাদের সন্তানেরা সঠিক কথাটা বুঝতে পারবে। ইসলামকে জানার জন্য চেষ্টা করবে। জানি না কবে আসবে সেই শুভ দিন?

www.amarboi.org

লেখিকার প্রকাশিত বইসমূহ

০১. আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি
০২. দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না
০৩. শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর
০৪. জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত
০৫. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
০৬. ভালোবাসা পেতে হলে
০৭. মহিমান্বিত তিনটি রাত
০৮. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান
০৯. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহতায়ালার জবাব
১০. চরমোনাই'র পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন
১১. কি শেখায় মহররম
১২. আমরা কেমন মুসলমান?
১৩. আপনি জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হবেন না কেন?
১৪. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
১৫. তাকওয়া অর্জনই হোক মুমীন জীবনের লক্ষ্য
১৬. কিছু সত্য বচন
১৭. নামাজ জান্নাতের চাবি
১৮. নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে
১৯. আমার সিয়াম কবুল হবে কি?
২০. জান্নাতী দল কোনটি?
২১. বিদয়াতের বেড়াজালে ইবাদাত
২২. ভালোবাসা কি দিবস নির্ভর?
২৩. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২
২৪. বিভ্রান্তি ছড়াতে তথাকথিত আলেমদের ভূমিকা
২৫. সুনামী উপন্যাস
২৬. সোনালী ডানা (কাব্য)
২৭. আমার পৃথিবী খুব সুন্দর (কাব্য)
২৮. শত এক নামে ডাকি যে তোমায়
২৯. হিরামন পাখি (ছোট গল্প)
৩০. স্বপ্নের বাড়ী (ছোট গল্প)
৩১. আমার অহংকার (কাব্য)
৩২. ঈমান ও আমল (প্রবন্ধ সংকলন)
৩৩. সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে
৩৪. নামের মাঝে লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়
৩৫. আল্লাহ তার নূরকে বিকশিত করবেনই
৩৬. স্বস্তির বাতিঘর
৩৭. আজ আমার মরতে যে নেই ভয়
৩৮. কবে আসবে সেই শুভ দিন
৩৯. শাফায়াত মিলবে কি?
৪০. নারী-পুরুষ পরস্পর বন্ধু ও সহযোগী
৪১. কাজের মাঝে নিজেকে খুঁজি
৪২. ডুবন্ত পুরুষ
৪৩. কিশোরী উম্মুল মুমেনীন
৪৪. আল কোরআনের গল্প শোন